জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
রিপোর্ট অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৩২১.১৬.০০৫.২০. ৩৮

তারিখ: ১৮ জানুয়ারি ২০২০
০৪ মাঘ ১৪২৭

বিষয়: **করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ প্রেরণ।**

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৩২১.১৬.০০৫.২০.৩০৩; তারিখ: ১০ নভেম্বর ২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে উল্লিখিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহের প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ হতে প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয়। প্রতিবেদনসমূহ সংকলিত করে এর একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদনটি মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য এর তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদ করা প্রয়োজন। খসড়া প্রতিবেদনে তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট অংশ এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২। এমতাবস্থায়, খসড়া প্রতিবেদনে তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট অংশে তথ্য **৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত** হালনাগাদ করে প্রতিবেদন **আগামী ২৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের** মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রিপোর্ট অধিশাখায় (ই-মেইল: report_sec@cabinet.gov.bd) প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। **উল্লেখ্য, প্রেরিত সকল তথ্য NIKOSH ফন্টে এবং সংশোধনী অংশ bold/underline করে প্রেরণ করতে হবে।**

**সংযুক্তি: খসড়া প্রতিবেদন (১ কপি)।**

১৮/০১/২১
(চৌধুরী মোয়াজ্জম আহমদ)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫৭৪৪৯
e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd

**সিনিয়র সচিব/সচিব**
.................................................................................. মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

**অনুলিপি:**
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

## ভূমি মন্ত্রণালয়

**গৃহীত কার্যক্রম:**

(১) করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কয়েক ধাপে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(২) করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির জন্য মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(৩) করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ৩১ দফা নির্দেশনা যথাযথভাবে পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪) জেলা প্রশাসকদের সাথে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বিষয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা হয়েছে এবং নিয়মিত এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

(৫) স্বাস্থ্যবিধি মানতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক ব্যবহার সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৬) নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিস কক্ষ/ফ্লোর ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৭) মন্ত্রণালয়ের সকল ওয়াশরুম হারপিক ও ফ্লোর ক্লিনার দ্বারা জীবাণুমুক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৮) হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, গ্লাভস ইত্যাদি সুরক্ষা সামগ্রী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য মার্চ ২০২০ থেকে নভেম্বর ২০২০ মেয়াদে আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

(৯) মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে যারা করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং চিকিৎসার খোঁজ-খবর রাখা হয়েছে এবং হচ্ছে।

(১০) ভাইরাস সংক্রমণরোধে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে করোনাকালীন লিফ্‌ট ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে; এবং

(১১) মন্ত্রণালয়ে ভিজিটর নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এবং মন্ত্রণালয়ে প্রবেশের সময় থার্মাল স্ক্যানার দ্বারা সকলের তাপমাত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**সেবা প্রদানের সঙ্গে জড়িত অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম:**

(১২) ভূমি মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহ করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালন করে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

**বাস্তবায়ন পদ্ধতি:**

(১৩) সচেতনতামূলক নির্দেশনাসমূহ মেনে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও থার্মাল স্ক্যানার দ্বারা তাপমাত্রা পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(১৪) মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কেউ আক্রান্ত হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি আইসোলেশনে থেকে সঠিক চিকিৎসার নেওয়া এবং এর প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা এবং

(১৫) মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে যারা করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত হয়েছেন তাৎক্ষণিক তাঁদের তথ্য সংগ্রহ সংরক্ষণ করে তাঁদের আইসোলেশনে থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ।

**উপকারভোগী:**

(১৬) ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আগত দর্শনার্থী।

**আর্থিক সংশ্লেষ:**

(১৭) ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট থেকে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিয়মিত বাজেট থেকে এই ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:**

(১৮) আসন্ন শীত মৌসুমে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতি মোকাবেলায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পূর্বের ন্যায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য সচেতনা করা।

(১৯) নিয়মিতভাবে অফিসরুম, করিডোর ও ওয়াশরুম পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা।

(২০) থার্মাল স্ক্যানারের মাধ্যমে তাপমাত্রা পরীক্ষা করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের ব্যবস্থা করা এবং বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা:

(২১) অফিসে সর্বদা মাস্ক পরিধান করা, পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা ও অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার জন্য বলা হলেও সবসময় তা সম্ভব হয় না; কারণ সকল ক্ষেত্রে অফিস কক্ষের পরিসর স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করার উপযোগী নয়।

(২২) মন্ত্রণালয়ে আগত সকল অতিথির মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে সবসময় মনিটরিং করা সম্ভব হয় না।

উত্তরণের উপায় ও সুপারিশ:

(২৩) বাসস্থান থেকে বাহিরে বের হওয়ার সময় সর্বাবস্থায় মাস্ক পরিধান করা, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, গ্লাভস ব্যবহার, পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা ও সরকারিভাবে জারিকৃত সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতি মোকাবেলা করা যেতে পারে।

**সুপারিশ:**

(২৪) কর্মক্ষেত্রে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী নিশ্চিত করার জন্য বাজেটে এ সংশ্লিষ্ট খাতে বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা যেতে পারে; এবং

(২৫) দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনকালে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত হলে তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের যথাযথ চিকিৎসা সুনিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা করা অতি আবশ্যক। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে থেকে সকল মন্ত্রণালয়ের অনুসরণযোগ্য একটি নির্দেশিকা তৈরি করা যেতে পারে।